উপকূলীয় ১০টি জেলায় গত ছয় মাসে ৪২ সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার

রাজনৈতিক দল, দুস্কৃতিকারী ও সন্ত্রাসীচক্রের আক্রমণে দেশের উপকূলীয় ১০টি জেলায় গত ছয় মাসে (জানুয়ারী-জুন) ৪২ জন সাংবাদিক নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ১৩ জনকে হুমকি, ৬ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও হয়রানি, ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা, ৩ জনকে গ্রেফতার এবং নানা ধরনের হয়রানি করা হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, চাঁদাবাজি, মাদকদ্রব্য ও বহুবিধ অনিয়ম এসব নির্যাতনের কারণ বলে স্থানীয় সাংবাদিকগণ দাবি করেছেন।

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টারের (এমএমসি) পক্ষ থেকে ২০০৭ সালের (জানুয়ারী-জুন) একটি অনুসন্ধানী জরিপ থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

মাস	ঘটনা	শিকার	হুমকি	মামলা	গ্রেফতার	চাঁদাবাজি	লাঞ্ছনা	উকিল নোটিশ
জানুয়ারী	০৩	০৬	০২					০৪
ফেব্রুয়ারী	০৫	১২	০৫	০৪	০৩			
মার্চ	০৩	০৩	০১	০১			০১	
এপ্রিল	০১	০৩	০৩					
মে	০৫	১৭	০১			০৬		
জুন	০১	০১	০১					
মোট	১৮	৪২	১৩	০৫	০৩	০৬	০১	০৪

ছক: দশ জেলায় সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার

জানুয়ারী

জানুয়ারী মাসে ৩ টি সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে এবং এতে ৬ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ২ জনকে হুমকি এবং ৪ জনকে উকিল নোটিশ দেওয়া হয়।

'বরিশালের মেয়র সরোয়ার আত্মগোপনে' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করায় জানুয়ারিতে প্রথম আলো'র প্রকাশক, সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও বরিশাল ব্যুরো প্রধানের বিরুদ্ধেও উকিল নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও দৈনিক আজকের পরিবর্তন পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ দুলালকে নিয়মিতভাবে প্রাণ নাশের হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদান অব্যাহত ছিল।
যৌথ বাহিনীর অভিযানে বিএনপি'র নেতা কর্মীদের গ্রেফতার ও নিঝুমদ্বীপে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা লুটপাট ও নির্যাতনের চিত্র প্রকাশ করায় নোয়াখালীর হাতিয়ার দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিনিধি এম দিলদার উদ্দিনকে হুমকি দেওয়া হয়।

ফেব্রুয়ারী

এ মাসে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে ৫ টি। এসব ঘটনায় শিকার হন ১১ জন সাংবাদিক। এর মধ্যে ২ জন গ্রেফতার, ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা, ৫ জনকে হুমকি এবং ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

এ সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা দৈনিক সমকালের প্রকাশক, সম্পাদক ও ব্যুরো প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) মেয়র সরোয়ার হোসেন। ৮ ফেব্রুয়ারি

বরিশালের ‘দৈনিক শাহনামা’র সাংবাদিক মামুনুর রশিদ নোমানীকে চাঁদাবাজির অভিযোগে র‌্যাব সদস্যরা গ্রেফতার করেন।
সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রীর কোটিপতি হওয়ার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ঝালকাঠি জেলার সাংবাদিক পলাশ রায়, হাসান শিকদার ও রতন জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিপক্ষের হুমকি এবং মামলার শিকার হন ।
এছাড়াও ‘নৌকার মাঝির ছেলে হঠাৎ কোটিপতি হওয়া’ শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের জন্য জনৈক মাঝির ছেলে ফজলুল হক সাংবাদিক পলাশ রায়কে হুমকি প্রদান করে। একই সময়ে ঝালকাঠি জেলার মিজান বাহিনীর কর্মকান্ডের উপর লিখিত সংবাদ প্রকাশের জের ধরে দৈনিক দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিবেদক হুমায়ূন কবিরকে হুমকি দেওয়া হয়। সাংবাদিক দুলাল সাহার হলুদ সাংবাদিকতা শীর্ষক লেখা যায়যায়দিন পত্রিকায় ছাপা হলে প্রতিবেদক আজমীর হোসেন তালুকদারের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

পিরোজপুরের গনপুর্ত বিভাগের টেন্ডার দূর্নীতির বিরুদ্ধে পিরোজপুরের ডাক পত্রিকার সম্পাদক হুমায়ূন কবির তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে উল্টো তার বিরুদ্ধে ‘চাঁদা দাবির’ অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় এবং তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
লক্ষ্মীপুরেও গণপুর্ত বিভাগে টেন্ডার দূর্নীতির অভিযোগে দৈনিক যুগান্তর এবং এনটিভি’র জেলা প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী না দেওয়ায় চ্যানেল ওয়ান ও দৈনিক ইনকিলাবের জেলা প্রতিনিধি হোসাইন আহমদ হেলালকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

মার্চ

এ মাসে ২ টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটে এবং শিকার হন ২ জন সাংবাদিক । একজনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা এবং এক জন সাংবাদিক লাঞ্ছনা ও প্রাননাশের হুমকি শিকার হন।

বরিশালের দৈনিক আজকের পরিবর্তন-এর স্টাফ রিপোর্টার রাজু ইসলামকে মাদক বিক্রি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করায় উল্লেখিত মাদক বিক্রেতারা হুমকি প্রদান করে। পরবর্তীতে বাসায় হামলা চালিয়ে তার মা'কে আহত করে।
ভোলায় দৈনিক পরিবর্তন ও যুগান্তর পত্রিকার লালমোহন থানা প্রতিনিধি জসিম জনি সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রীর এপিএসের শ্বশুর ও শ্যালকের অত্যাচার ও চাঁদাবাজির খবর পত্রিকায় প্রকাশ করায় সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করায়। মামলা করার পূর্বে লোকমারফত ও মোবাইলে হুমকি দিতে থাকে।
বরিশালের দৈনিক খবরপত্রের সাংবাদিক শামীম আহম্মেদকে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে মোবাইলে অনবরত হুমকি এবং মানসিক হয়রানির শিকার করা হয়।

এপ্রিল

এ মাসে মোট ৩ জন সাংবাদিক হুমকির শিকার হন। ঝালকাঠীতে দৈনিক মানবজমিন এবং আরটিভি’র প্রতিনিধি, খবরের অন্তরালের প্রতিনিধি হাসান শিকদার এবং সাংবাদিক পলাশ রায়কে দ্বিতীয় বারের মত হুমকি দেয়া হয়।

মে

নির্যাতনের ঘটনা ঘটে ৫ টি এবং এতে শিকার হন ১৭ জন সাংবাদিক। এদের মধ্যে চাঁদাবাজির মামলায় হয়রানির শিকার হন ৬ জন এবং ১ জন সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন।

বরগুনার আমতলীর ৫ জন সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের নামে চাঁদাবাজির মামলাসহ একাধিক অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। প্রথম আলো'র প্রতিনিধি বুলবুল ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা করা হয়েছে। ২০০৪ সনের ১৫ মার্চ পটুয়াখালীর ডেইলী স্টার এবং অবজারভার প্রতিনিধি গোফরান বিশ্বাস, তার সহকর্মী বাংলাবাজার পত্রিকার কলাপাড়া প্রতিনিধি শাসমুল আলম ও সংবাদের কলাপাড়া প্রতিনিধি ভজহরি কুন্ডু সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। এ ঘটনায় কলাপাড়া থানায় ১৮ মে ২০০৪ সাধারণ ডায়েরী করা হলেও মামলা দায়ের করা হয়েছে ৩০ মে ২০০৭ তারিখে। প্রচলিত আইনে নির্যাতিত সাংবাদিক সব ব্যবস্থা নিলেও অভিযুক্তরা এখনো গ্রেফতার হচ্ছে না।
এছাড়াও হায়াতুজ্জামান, মিরাজ, পরিতোষ, জসিম শিকদার, হাফিজুর রহমান, রিয়াজ শিকদার এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দিয়ে হয়রানির শিকার করা হয়।
বরিশাল জেলায় আজকের পরিবর্তনের ফটো সাংবাদিক মো: নাসির ও দৈনিক দক্ষিনাঞ্চলের ফটো সাংবাদিক নুরুজ্জামান গ্রেফতারকৃত স্থানীয় এক সাংসদের ক্যাডার দ্বারা লাঞ্ছিত হন। উল্লেখ্য অভিযুক্ত সাংসদের ছবি তুলতে গেলে তারা এ হামলার শিকার হন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সংবাদদাতা।

জুন

ঝালকাঠি জেলার আজকের কাগজ ও এটিএন বাংলা সংবাদদাতা শ্যামল সরকারকে ফোনে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির লিডার অজ্ঞাত কারণে অজ্ঞাতভাবে জোড়ালো হুমকি প্রদান করেন। উল্লেখযোগ্য কারণ না থাকলেও পূর্বে তিনি এই ধরনের হুমকির শিকার হয়েছেন এবং আরও কয়েকবার সংবাদ প্রকাশের জন্য নির্যাতিত হয়েছেন।

বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের মতামত থেকে জানা যায়, দেশে বর্তমানে জরুরী অধ্যাদেশ বলবৎ থাকায় সাংবাদিক এবং স্থানীয় জনগণ সভা সমাবেশ করে এসব ঘটনার কোন প্রতিবাদ করতে পারছে না। নির্যাতন বিষয়ক মামলা করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সাংবাদিকের অনিহা রয়েছে। কারণ এসব মামলার কোন প্রতিকার হয়না বলে সাংবাদিকরা জানান। কোন কোন জেলায় স্থানীয় প্রশাসন নির্যাতিত সাংবাদিকের অনুকূলে সহযোগিতামূলক আচরণ করলেও নির্যাতনকারীদের উপর আরো ভালোভাবে নজর দিয়ে নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন বলে মনে করেন সাংবাদিকরা। তারা আরো জানান, যেহেতু প্রতিপক্ষ শক্তিশালী, রাজনৈতিক দলের নেতা, সন্ত্রাসী চক্র সেহেতু এ ক্ষেত্রে তাদের আইনী সহায়তার প্রয়োজন আছে।